যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫

১/ বিবিধ

আরবী

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني
موضوع

قاله الحافظ الذهبي في " الميزان " (3 / 237) ، وأورده الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " (ص 6) وكذا الزركشي والشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " (ص 42)
قلت: وآفته محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
أخرجه ابن عدي (7 / 2480) ، وابن حبان في " الضعفاء " (2 / 73) ، وعنه ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 217) وقالا: يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات، قال ابن الجوزي عقبه: قال الدارقطني: الطعن فيه من محمد بن محمد بن النعمان
ومما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر إن لم يكن كفرا، وعليه فمن ترك زيارته صلى الله عليه وسلم يكون مرتكبا لذنب كبير وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج وهذا مما لا يقوله مسلم، ذلك لأن زيارته صلى الله عليه وسلم وإن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات، فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرضا عنه؟

বাংলা

৪৫। যে ব্যাক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারত করল, অথচ আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার ব্যাপারে রুঢ় আচরণ করল।

হাদীসটি জাল।

হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” (৩/২৩৭) গ্রন্থে এ কথাই বলেছেন। সাগানী “আল-আহাদীসুল মাওযুআত” গ্রন্থে (পৃঃ ৬), অনুরূপ ভাবে যারাকশী ও শওকানী “আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূয়াহ ফিল আহাদীসিল মাওযুআত” গ্রন্থে (পৃঃ ৪২) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নুমান।

ইবনু আদী (৭/২৪৮০) ও ইবনু হিব্বান “আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (৩/৭৩) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে ইবনুল জাওযী “মাওযু"আত” গ্রন্থে (২/২১৭) উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়ে (ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বান) বলেছেনঃ মুহাম্মাদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বড় সমস্যা (মিথ্যা) বহন করে আনতেন এবং দৃঢ়চেতাদের উদ্ধৃতিতে উল্টা পাল্টা হাদীস বর্ণনা করতেন।

দারাকুতনী বলেনঃ এ হাদীসটির সনদের মধ্যে দোষনীয় ব্যক্তি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নুমান।

এছাড়া হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ এটিও যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে রুঢ় আচরণ করা যদি কুফরী নাও হয়, তবুও তা বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে যে তাঁকে যিয়ারত করা ছেড়ে দিবে, সে বড় গুনাহে লিপ্ত হল। এমনটি হলে হাদীসটি যিয়ারত করাকে হজ্জের ন্যায় অপরিহার্য করে। অথচ যিয়ারত করা ওয়াজিব এমন কথা কোন মুসলিম ব্যক্তি বলেননি। যিয়ারত করা যদি নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যমও হয় তবুও তা আলেমদের নিকট মুসতাহাবের গণ্ডি হতে আর বেশী কিছু হবে না। অতএব কীভাবে তাঁর যিয়ারত পরিত্যাগকারী তাঁর সাথে রুঢ় আরচণকারী হয় এবং কীভাবে তাঁর থেকে বিমুখ হয়?

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5306

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন